জানা–অজানা সুসাহিত্যিক

ডাঃ বিমলেন্দু বিকাশ সরকার

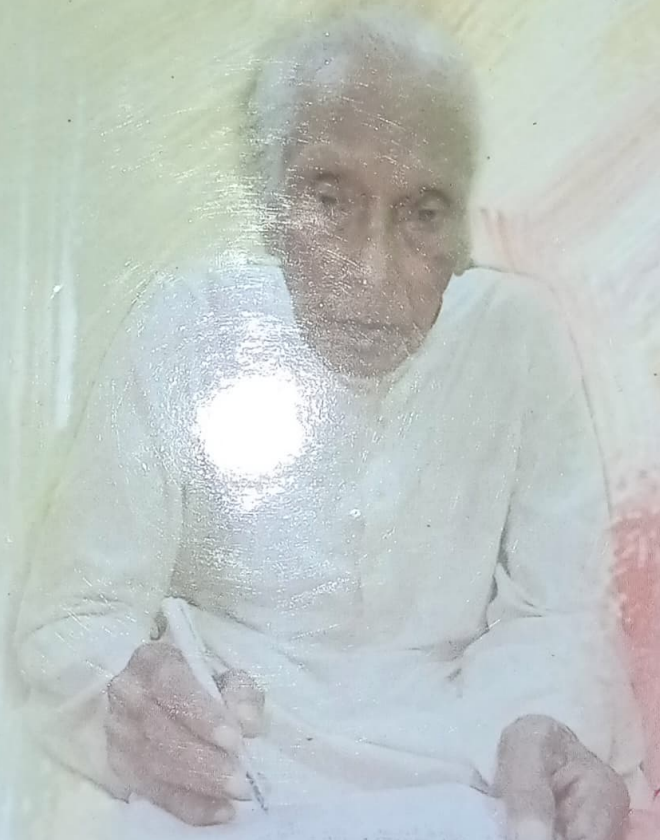

সম্পাদনা

অভিজিৎ বেরা

ISBN 978-93-93080-26-4

প্রত্যয় প্রকাশনী
৬১, মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০০০৯

জানা-অজানা সুসাহিত্যিক

বিমলেন্দু বিকাশ সরকার

সম্পাদক

অভিজিৎ বেরা

আজীবন সদস্য, পঃ বঃ ইতিহাস সংসদ

সম্পাদক — সৃজনী ভারত

প্রত্যয় প্রকাশনী

৬১ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০০০৯

জানা-অজানা সুসাহিত্যিক বিমলেন্দুবিকাশ সরকার
JANA-AJANA SUSAHITIK
A Collection of Bengali Novels
Edited by Avijit Bera
Price : Two Hundred Fifty Only

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২২

ISBN : 978-93-93080-26-4

গ্রন্থস্বত্ব
সৃজনী ভারত

সম্পাদকীয় দপ্তর
সৃজনী ভারত
বুড়ুল, নোদাখালী, দ. ২৪ পরগনা, ৭৪৩৩১৮
মোবাইল ৯৮৩০৭৮১৬১৩

প্রকাশক
তপন কুমার সিংহ
E-mail : pratyaytapan@gmail.com.

প্রাপ্তিস্থান
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রকাশনী
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩
ও
সৃজনী ভারত সম্পাদকীয় দপ্তর

বর্ণ সংস্থাপন
রাজু ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ
মেগাবাইট

প্রত্যয় প্রকাশনী, ৬১ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০০০৯ হইতে প্রকাশিত এবং গ্রাফিক্স রিপ্রোডাকশন, ১/১ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ২৫০ টাকা

প্রথম পর্ব

সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে বিমলেন্দু

- প্রবন্ধকার ও সাহিত্যসেবী বিমলেন্দু বিকাশ সরকার ❑ হৃষীকেশ পাল ১৫
- বিমলেন্দু বিকাশ সরকার : প্রচ্ছন্ন ইতিহাস ❑ অর্ঘ্য চ্যাটার্জী ১৭
- পরম শ্রদ্ধেয় বিমলেন্দু বিকাশ সরকার : এক সংসারী সন্ন্যাসী ❑ মানস চক্রবর্তী ২০
- একটি আদর্শ জীবন ❑ সম্মানিতা মণ্ডল ২৩
- বিমল-ইন্দু ও অভিজিৎ নক্ষত্র ❑ তৃপ্তি ঘোষ ২৪
- জানা-অজানা সুসাহিত্যিক বিমলেন্দু বিকাশ সরকার ❑ অভিজিৎ বেরা ২৬
- শ্রদ্ধেয় বিমলেন্দুবাবুর সেবাকার্য ❑ পঞ্চুচরণ দাস ৩৩
- মা বিশালাক্ষী দেবী মহিমা প্রচারক বিমলেন্দুবাবু ❑ ডাঃ দিলীপ কুমার মণ্ডল ৩৫
- সংগঠনের আলোকবৃত্তে বিমলেন্দু বিকাশ সরকার ❑ অনিল নস্কর ৩৭
- আমার চোখে কাকাবাবু ❑ শৈলেন মাইতি ৪০
- আমার জ্যেঠু ডাঃ বিমলেন্দু বিকাশ সরকার ❑ পিয়ালি সরকার নস্কর ৪২
- আমার উদ্দীপক : বিমলেন্দু বিকাশ সরকার ❑ নিভা ঘোষ ৪৪
- উদয়ন সংঘ ও বিমলেন্দু বিকাশ সরকার ❑ অরূপ প্রামাণিক ৪৫
- আমার চোখে 'বুড়ুলের কবি' বিমলেন্দু বিকাশ সরকার মহাশয় ❑ সীমা সোম বিশ্বাস ৪৬
- সত্যনিষ্ঠ আদর্শ মানুষ বিমলেন্দু বিকাশ সরকার ❑ রুবি বেরা ৫২

দ্বিতীয় পর্ব

লেখকের কিছু দুষ্প্রাপ্য রচনা সংগ্রহ

- ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধ জাগালেন স্বামীজি ৫৪
- স্বামী বিবেকানন্দের জন্য আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি ৫৬
- বুড়ুল গ্রামের পরিচয় (সংক্ষিপ্ত) ৬০
- বুড়ুল হরিবাসরে দুর্গাপূজার ইতিকথা ৬৩
- বুড়ুলের সাহিত্য সাধনা ৬৬
- কলকাতা ও পৌরসংস্থার মৌলিক পটভূমি ৬৯
- বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মাতৃভাষার হাল ৭২

তৃতীয় পর্ব

লেখকের দুষ্প্রাপ্য কবিতা সংগ্রহ

- শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমার আহ্বান ৭৪

- মরণোত্তর সম্মান কি সার্থক? ৭৬
- পলাশীর রণাঙ্গনে ৭৭
- শহীদ আত্মার শান্তি নাই ৭৮
- বীর বালক টেগরাবল ৭৯
- চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ৮০
- নাই কোন ভরসা ৮১

চতুর্থ পর্ব

কবিতায় শ্রদ্ধাঞ্জলি

- ডা. বিমলেন্দু বিকাশ মহাশয়ের প্রতি ❑ নৃপেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৮২
- বুড়ুল গাঁয়ের গৌরব ❑ পারভীন খাতুন ৮৩
- আমার দেখা একটি বিরল প্রাণ ❑ শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৪
- শ্রদ্ধার কথামালা ❑ বসন্ত পরামাণিক ৮৫
- মহান মানব আত্মা ❑ ভাস্কর বণিক ৮৬
- বুড়ুলের কবি বিমলেন্দু ❑ ফাল্গুনী ঘোষ ৮৭
- শ্রদ্ধাবোধ ❑ বিবেকানন্দ নস্কর ৮৮
- বিকশিত বিমলেন্দু ❑ পাঁচুগোপাল মাজী ৮৯
- বুড়ুলের কবি ❑ অমিত দেশমুখ ৯০
- সিদ্ধ সাধক বিমলেন্দু ❑ মৃধা আলাউদ্দিন ৯১
- অন্নহীনের অন্নদাতা ❑ মঞ্জিলা চক্রবর্তী ৯২
- প্রিয় কবি ❑ রঞ্জিত দাস ৯৩
- স্মরণীয় কবি ❑ স্বাগতা দাস ৯৫
- সেই মানুষটি ❑ অমলেন্দুবিকাশ দাস ৯৬
- বয়সের সীমা নয় ইচ্ছাটাই বড় ❑ সোমা বিশ্বাস ৯৭
- আমার রামকৃষ্ণ ❑ গীতা মণ্ডল ৯৮
- সাম্যধর্মী বুড়ুলের কবি ❑ দীপিকা ভট্টাচার্য্য সান্যাল ৯৯

পঞ্চম পর্ব

পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থের আলোচনা ১০০

ষষ্ঠ পর্ব

খোলা চিঠি ১২২

পরিশিষ্ট ১৪৯

বিমলেন্দু বিকাশ সরকার : প্রচ্ছন্ন ইতিহাস

অর্ঘ্য চ্যাটার্জী

হে 'বুড়ুলের কবি' তুমি বিমলেন্দু বিকাশ
জানা অজানায় তোমার কথা দিক্‌বিদিকে প্রকাশ।
প্রকাশ করার ইচ্ছা নিয়ে বুড়ুল ভূমিপুত্র
নামেতে যিনি অভিজিৎ লেখেন ছত্রছত্র।
আঁতের কথা, জ্ঞানের কথা তার লেখনীর ছোঁয়ায়
লুকিয়ে থাকা ইতিহাসকে বাঁধলে স্নেহ-মায়ায়।

বিমলেন্দু বিকাশ সরকার — এই নামের অবগাহনে লুকিয়ে আছে এক প্রচ্ছন্ন ইতিহাস। যে ইতিহাস তাঁর আশৈশব লীলাভূমি থেকে বার্ধক্যের সুউজ্জ্বল জীবনবৃত্তে পরিব্যপ্ত। ছাত্রজীবনে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর চৈতন্যলোক খুঁজে পেয়েছিল মানুষকে ভালোবাসার, সেবা করার অঙ্গীকার। স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যলাভ তাঁর জ্ঞানের, জীবনদর্শনের অমৃতলোককে কানায় কানায় পূর্ণ করেছিল। তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে ছিল সমাজ গঠনের কাণ্ডারী তথা শিক্ষক হয়ে সাধারণের সেবা করার। বোধকরি সেখান থেকেই শুরু ত্যাগ, তিতিক্ষা, আদর্শ আর নিঃস্বার্থতার রসায়ন।

যে মানুষ, কিনা এককালীন হয়েও হতে পারে চিরকালীন, যার জীবন খাতার প্রতি পাতায় ত্যাগ, সেবা, শিক্ষকতার আদর্শ ও সাহিত্যসাধনার পুণ্যব্রত স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয় ; আপোষহীন, প্রতিবাদসত্তা, স্বদেশপ্রাণতার মূর্ত প্রতীক রূপে যাঁর ব্যক্তিত্ব প্রতিধ্বনিত হয়ে প্রজন্মান্তরে—তিনিই বিমলেন্দু বিকাশ সরকার। তিনি প্রায় সমগ্র স্বদেশ পরিভ্রমণ করে স্বদেশের আনাচ্-কানাচ্ থেকে আহরণ করেছেন বহু বিচিত্রধর্মী অভিজ্ঞতা। বোধ করি সেই অভিজ্ঞতাই তাঁর হৃদয়ের জারক রসে জারিত হয়ে ভাষা পেয়েছে তাঁর সাহিত্যের কথকথায়। বলা যায়, আবার সেই কথকথার সিংহভাগ জুড়ে অবস্থান করেছে তাঁর জন্মভূমি তথা হৃদয় মথিত ঐতিহাসিক গ্রাম 'বুড়ুল', এহেন রবীন্দ্র ভাবনায়—

"সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ, যে মাটি সোনার বাড়া।"

— বিমলেন্দু বাবুর লেখনী জুড়ে যেন সেই সোঁদা মাটির গন্ধের অবাধ যাতায়াত, কবিগুরু বলেছিলেন,

"রাতের সব তারাই আছে
দিনের আলোর গভীরে।"

এভাবেই বহু উজ্জ্বল তারারা দিনের আলোর আবডালে থেকে যায় প্রচ্ছন্ন ছায়াপথে, সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মত অপেক্ষা করে সঠিক সময়ে জ্বলে ওঠার। শুধু প্রয়োজন কোনো মাধ্যমের—যে ঈশ্বর প্রেরিত দূতের মত সহসা সম্মিলিত হয়ে জাগরণ ঘটাবে চাঁদের পাহাড়ের। বোধকরি বিমলেন্দু বিকাশ সরকার মহাশয়ের সঙ্গে অভিজিৎ বেরা মহাশয়ের সাক্ষাৎ সেই আগ্নেয়গিরির জ্বলে ওঠার, দিনের আলোর আবডালেও তারাদের খুঁজে পাবার সন্ধিক্ষন বহু অপ্রকাশিত মূল্যবান সম্পদের আত্মপ্রকাশের উদ্ভাসন ; শত শত অগোছালো পাণ্ডুলিপির পরিপাটিভাবে ছাপার রূপে জন্ম নেওয়ার ইতিহাস।

বিমলেন্দু বাবুর লেখনী শিল্পের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে উদ্ধার হয় নানান বৈচিত্র্যময় মনি-মাণিক্যের রত্নভাণ্ডার, যে ভাণ্ডার অথৈ সমুদ্রের মতোই দু-বাহু বাড়িয়ে আলিঙ্গন করতে চায় ; যে ভাণ্ডার মনীষীদের সঙ্গলাভ ও বর্ণনায় আধ্যাত্মিকতার সমাবেশে সমকালীনতার বাস্তব পটভূমিকায় এবং সর্বোপরি আধুনিকতার সমারোহ সমৃদ্ধ ; যে ভাণ্ডার জন্মভূমির প্রতি অপার বাৎসল্যে, পরিণত প্রকাশময়তায় পরিপূর্ণ। এ যেন জন্মভূমির ঋণ শোধ করার অনাকাঙ্ক্ষিত প্রয়াস। তাইতো এই ভাণ্ডারে ডুব দিলে পূর্ণিমা রাতে জ্যোৎস্নার আবেশ মাখা যায় ; বসন্তের কোকিলের কুহুতান শোনা যায় ; দিগন্ত প্রসারী মাঠে সবুজ ধানের মাথা নাড়ার ভাষা শেখা যায়। আর রং-বেরঙের পাখা মেলে প্রজাপতি, মৌমাছিদের পরাগ মিলন নিয়ে যায় শৈশবের পাঠশালায়—

"মৌমাছি মৌমাছি
কোথা যাও নাচি নাচি
দাঁড়াওনা একবার ভাই।
ওই ফুল ফোটে বনে
যাই মধু আহরণে
দাঁড়াবার সময়তো নাই।" (কাজের লোক নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য)

তাঁর আজীবন সাহিত্যসাধনার গুণমুগ্ধ শুভাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যাও তাই অগণিত তারার মতোই প্রকাশমান। স্বনামধন্য এই ব্যক্তিত্ব যেমন বহু মনীষীর সান্নিধ্যে পরিপূর্ণ হয়েছেন,

তেমনি তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছি আমরাও। তাইতো তাঁর পাণ্ডুলিপি, গ্রন্থ পাঠ করে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ', 'রামমোহন লাইব্রেরি অ্যান্ড ফ্রি রিডিং রুম' জাতীয় বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান যেমন শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন, তেমনি ড. তড়িৎ কুমার দত্ত, অমল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগণেশ ঘোষ, শ্রীশুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, এমনকি 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান' এর সহ-সম্পাদক স্বামী সেবব্রতানন্দ প্রমুখের ন্যায় বহু গুণীজন তাঁর সত্য-শিব ও সুন্দরের আরাধনাকে জানিয়েছেন একরাশ শুভকামনা। যে ভালোবাসা অর্থ দিয়ে উপার্জন করা যায় না—তা অকৃত্রিম, অনির্বচনীয়।

আবার তিনি সুদীর্ঘ ৪৯ বছর শিক্ষকতা জীবনে দক্ষতার সঙ্গে সামলেছেন বহু স্পর্শকাতর সমস্যাকে। তা সে তাঁর জন্মভূমি বুড়ুল গ্রামের উদয়ন সংঘের খেলার মাঠ নিয়ে হোক কিংবা বালিগঞ্জের বস্তিরক্ষার ঘটনা। সর্বত্রই দৃঢ়চেতা, ঋজু স্বভাবসম্পন্ন এই মহামানব হিমালয়ের মতোই মাথা উঁচু করে সফলতার শিখর স্পর্শ করেছেন। তাঁর উপর বহু দেশনায়ক এবং তাঁদের সহযোদ্ধাদের সঙ্গে কাছাকাছি আসার সৌভাগ্য বিমলেন্দু বাবুর বিকাশকে তরান্বিত করেছে পুণ্য স্রোতসিনী গঙ্গার মতোই।

একাধারে আদর্শ শিক্ষক, সাহিত্যসাধক, জনহিতৈষী, সমাজসংস্কারক, নিরহঙ্কার, অকৃতদার, উদারনৈতিক বিমলেন্দু বিকাশ সরকার তাই আগামীর অহংকার, আগামীর সূর্য, আগামীর প্রদর্শক। আজীবন সাহিত্য সাধনার ব্রত নিয়ে যে সম্ভার তিনি সাজিয়েছেন এবং মাননীয় অভিজিৎ বেরা মহাশয় কর্তৃক সেই সম্ভার আপামর সাধারণের কাছে উন্মুক্তার আলোক শিখা স্পর্শ করার ভাষা পেয়েছে তা যেন মাতৃজঠর হতে সন্তানের পৃথিবীর প্রথম আলোক রশ্মি দর্শন করারই নামান্তর। যে বলিষ্ঠ লেখনীসত্তা প্রকাশিত না হলে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হত শত-সহস্র কুসুম। বোধকরি সেই শত-সহস্র কুসুমের মালা গেঁথেছিলেন যিনি, তিনিই—বিমলেন্দু বিকাশ সরকার। তাই শুরুতে লেখা কবিতাখানিকে পূর্ণতা দেওয়ার প্রচেষ্টা রইল তাঁরই আশীর্বাদের ছত্রছায়ায়—

তোমার কথা দু-এক পাতায় যায় না লেখা শেষ
তোমার প্রকাশ সূর্য-তারায় নবরূপ অনিমেষ।
মানব সেবার ধর্ম তোমার পাক জন্মান্তর
তোমার কথা লিখতে গিয়ে ভরে ওঠে অন্তর।
প্রণাম তোমার শ্রীচরণে বিকাশ বিমলেন্দু
ভাঁড়ার তোমার পূর্ণ, যেমন বিন্দুতে হয় সিন্ধু॥